R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG. 12 Regd. No.—WB/MSD—4

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড
কলিকাতা । নিউদিল্লী

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র।
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

গৃহ-সজ্জার পসরা নিয়ে গোপালনগরের খড়খড়ি ব্রীজের পাশে।
চৌধুরী ফার্ণিচার
★ সোফাসেট, আলমারী, 'কারলন' গদি, ষ্টিল ও অ্যালুমিনিয়ামের নানা ডিজাইনের ফার্ণিচার ★

৮০শ বর্ষ ৭ম সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ২২শে আষাঢ় বুধবার, ১৪০০ সাল ৭ই জুলাই, ১৯৯৩ সাল। | নগদ মূল্য ঃ ৫০ পয়সা বার্ষিক ২৫ টাকা

শীঘ্র খালি পদ পূরণ না হলে এস ডি ও অফিস অচল হয়ে পড়বে

রঘুনাথগঞ্জ ঃ জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের অফিসে বিভিন্ন অফিসারের পদগুলি পূরণ না হওয়ায় কাজকর্মে অচলাবস্থা চলছে বলে খবর। এখানে এতদিন এস ডি ও ছাড়াও অতিরিক্ত চার-পাঁচজন অফিসার বিভিন্ন কাজের দায়িত্বে থাকতেন। যেমন সেকেন্ড অফিসার, থারড অফিসার, নির্বাচন অধিকর্তা, ট্রেজারী অফিসার ও একজন এ্যাঃ ট্রেজারী অফিসার। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট আরফান আলি বিশ্বাস ও সুনীল বোস অন্যত্র বদলী হয়ে চলে গেছেন কয়েক মাস আগে। সেকেন্ড অফিসার সুনীল চ্যাটার্জী ১ মে অবসর নিয়েছেন। এখন এস ডি ও ছাড়া ঐ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন অফিসার নেই। বর্তমানে এস ডি ও ছুটিতে। (শেষ পৃঃ দ্রঃ)

মমতা বেঙ্গল লাইনের ব্যাখ্যা করলেন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাগরদীঘি ব্লক যুব কংগ্রেসের ডাকে স্থানীয় হাই স্কুল ময়দানে গত ২ জুলাই কংগ্রেসের যুবনেত্রী ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বেঙ্গল লাইনের প্রবক্তা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক জনসভা করে গেলেন। সভায় উপস্থিত কংগ্রেসীদের ও সাধারণ মানুষের কাছে তিনি বেঙ্গল লাইন কি এবং কেন তার ব্যাখ্যা দেন। তিনি বলেন—ভারতের অন্যত্র রাজনৈতিক চেহারা অনুযায়ী সেখানে লড়াই চলছে। কিন্তু বাংলায় আমাদের কাজ হবে যেমন করেই হোক সি পি এমের উচ্ছেদ সাধন। সি পি এম বামফ্রন্টের শরীকী দলগুলিকে দাবিয়ে তাদের নিজস্ব মতবাদকে বাংলার বুকে চাপিয়ে দিয়েছে। পঞ্চায়েত নির্বাচন মুখে শান্তিপূর্ণ বললেও গ্রামে-গঞ্জে খুনের রাজনীতি চালু করেছে। রাইটার্সের ঘরে বসার সুযোগে প্রশাসনকে কব্জা করে পুলিশীরাজ কায়েম করেছে। আমরা চাই এ অবস্থার পরিবর্তন। তাদের হাত থেকে পঃ বাংলাকে রক্ষা করে আবার তাকে (শেষ পৃঃ দ্রঃ)

দু'জন দপ্তরীর বিরুদ্ধে শারীরিক নিগ্রহের অভিযোগ এনে ঘটনাকে জটিল করে তুললেন শিক্ষিকারা

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ রঘুনাথগঞ্জ উচ্চতর বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকারা গত ২৬ জুন যে ডেপুটেশন দেন মহকুমা শাসকের কাছে, তার একটি প্রতিলিপি আমাদের দপ্তরে এসেছে। তাতে প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ ছাড়াও অভিযোগ আনা হয়েছে স্কুলের দুই দপ্তরীর বিরুদ্ধে। তাঁরা নাকি স্কুল গেটে তালা দেওয়ার ঘটনার দিন গেটে উপস্থিত ছাত্রীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন ও গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একজন শিক্ষিকাকে ধাক্কাধাক্কি করে তাঁকে শারীরিকভাবে নিগৃহীত করেন। যদিও আমাদের প্রতিবেদককে কোন শিক্ষিকাই শারীরিক নিগ্রহের বা লাঞ্ছনার কোন চিহ্ন দেখাতে পারেন নি। এই অভিযোগের ফলে ঘটনা জটিল দিকে মোড় নিয়েছে বলে জানা যায়। সে কারণেই দুই দপ্তরীকে মহকুমা শাসকের দরবারে হাজির হবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে খবর। এই প্রতিবেদক (৩য় পৃঃ দ্রঃ)

মহরমের মিছিলে বোমা ফেটে একজনের মৃত্যু

ধুলিয়ান ঃ গত ১ জুলাই মহরম পর্বের ২/১ দিন আগে থেকে স্থানীয় শহরে উন্মাদনা চরমে উঠে। মাঝে মাঝেই ৫/৬ ফুট লম্বা তলোয়ার, টাঙ্গি, লাঠি নিয়ে মিছিল বার হতে দেখা যায়। মহরমের দিনে পোষ্ট অফিস ও শিব মন্দিরের সামনের রাস্তায় এই ধরনের অস্ত্র ছাড়াও দু'জন যুবক হাতে বোমা ও ছেনি নিয়ে খেলা দেখাতে থাকে। সেই সময় শানু মহালদার নামে (২০) এক যুবকের হাতের বোমা ফেটে গিয়ে হাত দুটো উড়ে যায়। ঘটনাটি ঘটে সামসেরগঞ্জ থানার সামনের রাস্তায়। বোমার (শেষ পৃঃ দ্রঃ)

পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর বি জে পির সন্ত্রাস

অরঙ্গাবাদ ঃ খবরে প্রকাশ গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর মহেশাইল ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের মুরারীপুকুর গ্রামে বি জে পি প্রার্থীর পরাজয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে ঐ দল সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। জানা যায় জনৈক বিক্ষুব্ধ বি জে পি নির্দল প্রার্থী হয়ে দলীয় প্রার্থীকে হারিয়ে দেন। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে বি জে পি দল স্থানীয় ভোটদাতা রাজবংশীদের উপর আক্রমণ চালায়। পুলিশের হস্তক্ষেপে অবস্থা কিছুটা শান্ত হলেও পরে ব্লক কমিটির নেতা অশোক দাস ও আশীষ চৌধুরীর নেতৃত্বে ভীতি ও সন্ত্রাস ছড়ানো হয়। ভয় দেখানো হয় বিরোধী ভোটদাতাদের। তাঁদের বাড়ীঘর ভেঙ্গে দেওয়া ও হত্যার ভয়ও দেখায় বি জে পি ক্যাডাররা। গ্রামবাসীরা বলেন এঁদের জেলানেতা রেণুপ্রিয় সেন তদন্তে আসার পরও সন্ত্রাস কমেনি বরং ভীতি প্রদর্শন বেড়েছে।

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২২শে আষাঢ় বুধবার, ১৪০০ সাল।

কলঙ্কের জোয়ার

হালফিল খবর : শেয়ার কেলেঙ্কারীর নায়ক কর্তৃক ভারতের প্রধান মন্ত্রীকে এক কোটি টাকা প্রদান এবং তৎসংক্রান্ত সাংবাদিক বৈঠকে বিভিন্ন সংবাদ দান ও যৌথ সংসদীয় কমিটিতে উক্ত নায়ককে জেরাকরণান্তিক পর্যালোচনা। কংগ্রেস (ই) দল ১ কোটি টাকা দেওয়ার বিষয়টিকে মিথ্যা বলিয়াছে এবং অভিযোগকারী নানা উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া অর্থাৎ অভিযুক্ত শেয়ার দালালের অপরাধকে খাটো করিয়া তুলিবার অপচেষ্টা বলিয়া মনে করিতেছে। প্রধান মন্ত্রী অবশ্য এক কোটি টাকা লওয়ার অভিযোগ সম্বন্ধে পরিষ্কারভাবে প্রতিবাদ অথবা অস্বীকার করিবার জন্য মুখ খুলিতে বেশ কিছু সময় লইয়াছিলেন। পরে তিনি নিজেকে নির্দোষ বলিয়াছেন, বিভিন্ন মহল হইতে তাঁহার পদত্যাগ করিবার দাবী উঠিলেও তিনি তাহাতে স্বীকৃত হন নাই।

অতঃপর যৌথ সংসদীয় কমিটিতে অভিযোগকারী হর্ষদ মেহতাকে প্রায় দশ ঘণ্টা নানা রকম জেরা করা হয়। সে সব জেরার উত্তরও নাকি দেওয়া হয়। সংবাদে প্রকাশ, অভিযোগের অকাট্য প্রমাণ এই জেরা হইতে পাওয়া যায় নাই। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য হর্ষদের কিছু নথিপত্র যাহা সি বি আই আটক করিয়াছিল, অভিযোগ প্রমাণ করিবার জন্য তাহা ফেরৎ দিতে বলা হইলেও সি বি আই নাকি তাহা দিতে অস্বীকার করে।

প্রধান মন্ত্রীর বিরুদ্ধে এই যে অভিযোগ, তাহাতে কোনও একটি রাজনৈতিক দলের বিশেষ হস্তক্ষেপ বলিয়া কংগ্রেস (ই) পক্ষ হইতে দেশের বিভিন্ন জায়গায় বলা হইয়াছে। টাকা লওয়ার অভিযোগকে ভিত্তিহীন করিয়া দিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে।

হয়ত যৌথ সংসদীয় কমিটিতে ইহার পর প্রধান মন্ত্রীকে ডাকা হইতে পারে। তবে প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে এই কমিটির কথাবার্তা নাকি প্রকাশ্যে হইবে না বলিয়া শুনা যাইতেছে। কথাবার্তার পর কমিটি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে, তাহা পরে জানা যাইবে। এই কমিটিতে কংগ্রেস (ই) সদস্য সংখ্যাগরিষ্ঠ। সিদ্ধান্ত হয়ত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে লওয়া হইতে পারে।

হর্ষদ মেহতা নিজে একজন শেয়ার কেলেঙ্কারীর দাগী অপরাধী এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি। তাহার অভিযোগ—প্রধান মন্ত্রীকে সে নিজে এক কোটি টাকা দিয়াছে যদিও ইহা এখনও প্রমাণিত হয় নাই। প্রয়োজনীয় নথিপত্রাদির অভাবে হর্ষদ তাহার অভিযোগ প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হইতেও পারে। কিন্তু প্রধান মন্ত্রীর উপর যে কলঙ্কের কালিমা পড়িয়াছে, প্রকৃত রহস্য না জানা গেলে তাহা দেশের সাধারণ মানুষ ভুলিবেন না এবং মন হইতে একটা সন্দেহ কিছুতেই দূর হইবে না। যে বোফর্স কেলেঙ্কারী প্রয়াত প্রধান মন্ত্রী রাজীব গান্ধীকে স্পর্শ করিয়াছিল, তাহা অদ্যাপি প্রমাণিত না হইলেও লোকের মন হইতে সন্দেহ যায় নাই। সেইরূপে বর্তমান প্রধান মন্ত্রীর ক্ষেত্রে একই বিষয় হইতে পারে। কিন্তু দেশের অভ্যন্তরীণ অথবা আন্তর্জাতিক স্বার্থে প্রকৃত রহস্য উদ্‌ঘাটিত হওয়া খুবই প্রয়োজন। আর ইহার জন্য অভিযোগকারীকেও তাহার চাহিদামত তথ্যাদি দেওয়া দরকার। তাহা না হইলে যে তিমিরে সেই তিমিরে। আজকাল কেন্দ্রীয় বা রাজ্য যে স্তরেই হউক, কর্ণধার যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের নিজেদের সম্বন্ধে বা প্রিয়জনদের সম্বন্ধে অর্থসংক্রান্ত হরেক রকম কেলেঙ্কারী শুনা যাইতেছে।

সংসদের বাদল অধিবেশনে ঝড় উঠিলেও আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। বিরোধী দলগুলির ভূমিকার গুরুত্ব এক্ষেত্রে সর্বাধিক। কোনও প্রকার ভিতরের সমঝোতা থাকা বাঞ্ছনীয় নয়।

।। বিশ শতকের বিশ কথা ।।

আবদুর রাকিব

১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে বোঝাপড়া তথা মিলনের প্রচুর চেষ্টা চলে। কিন্তু উপ-মহাদেশের ভাগ্যলিপি তখন বোধহয় নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ফলে, কোন প্রচেষ্টাই সফল হয়নি। উভয় প্রতিষ্ঠানের নেতৃবর্গের মধ্যে যথেষ্ট পত্রালাপ হয়েছে, আলোচনা-বৈঠকও হয়েছে। কিন্তু কথার ম্যারপ্যাঁচ ছাড়া অন্য কোন অগ্রগতি হয়নি।

গান্ধীজী তখন ওয়ার্ধায়। ১৯৩৭ এর মে মাসে লীগ নেতা জিন্নাহ তাঁর কাছে একটি গোপন বার্তা পাঠান। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রসঙ্গেই ঐ বার্তা। কিন্তু গান্ধীজী উত্তর দিলেন, কিছু করার ইচ্ছা আমার খুবই। কিন্তু আমি একান্তভাবে অসহায়। ঐক্যে (হিন্দু-মুসলিম) আমার বিশ্বাস চিরকালের মতই প্রবল। কেবল নিরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে আমি দিবা-লোকের কোন আভাসই দেখতে পাচ্ছি না। এই দুঃখজনক স্থিতিতে আমি ঈশ্বরের কাছে আলোর জন্য উচ্চকণ্ঠে প্রার্থনা জানাচ্ছি।

কিন্তু আশাবাদী হয়েও কেন তিনি অসহায় ছিলেন, তার কোন সঠিক উত্তর জানা যায়নি। তবে হয়ত বাধা ছিল জহরলালের। জহরলাল চাননি বলে তিনি সংযুক্ত প্রদেশে মুসলিম লীগকে মন্ত্রীসভায় না নেওয়ার ভুল সংশোধন করতে উদ্যোগী হয়েও পরে পিছিয়ে যান। তেমনি জহরলাল চাননি বলে, তিনি জিন্নাহর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সম্ভাবনাও বাতিল করেন। আর জিন্নাহর মত আত্মম্ভরী নেতা এর পূর্ণ সুযোগ নিয়ে দ্বিজাতিতত্ত্বের যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। লক্ষ্ণৌ এর অধিবেশনে আগত প্রায় পাঁচ হাজার প্রতিনিধির উদ্দেশ্য তিনি বলেন, নিজেদের সংগঠিত করুন। আপন সংহতি ও সম্পূর্ণ ঐক্য প্রতিষ্ঠা করুন। প্রশিক্ষিত ও সুশৃঙ্খল সৈন্যদের মত নিজেদের গড়ে তুলুন। গান্ধীজী এবার চিঠি লিখলেন, চিঠিটি ছিল একান্তভাবে ব্যক্তিগত। তাকে আপনি যেভাবে ব্যবহার করেছেন তা কি উচিত হয়েছে? আপনার বক্তৃতা পড়ে মনে হল তা আগাগোড়াই যেন এক যুদ্ধ ঘোষণা।

জিন্নাহর উত্তর : আমার বক্তৃতাকে যুদ্ধঘোষণার সমতুল্য মনে করেছেন বলে আমি দুঃখিত। ও বক্তৃতা নিছক আত্মরক্ষার প্রেরণা সঞ্জাত। দয়া করে ওটি আর একবার পড়বেন এবং আমার বক্তব্য বোঝার চেষ্টা করবেন।

গান্ধীজী জবাবে লিখলেন (১৯৩৮, ৩ ফেব্রুঃ) যা অনুভূতির ব্যাপার তাকে আমি প্রমাণ করি কিভাবে? আপনার বক্তৃতাগুলিতে আমি আর সেই পুরাতন জাতীয়তাবাদীকে খুঁজে পাচ্ছি না।

জিন্নাহ : জাতীয়তাবাদ কোন ব্যক্তি বিশেষের একচেটিয়া সম্পত্তি নয় এবং আজকালকার দিনে এর সংজ্ঞার্থ দেওয়াও কঠিন।

এই বাকযুদ্ধ। চাপান আর উতোর। আর এসবের মধ্যে যেটি সবচেয়ে জটিল হয়ে জাতিকে বিভাজনের দিকে ঠেলে দিয়েছে তাও একটি কূটতর্ক। তাহল এই : কংগ্রেসের প্রশ্ন মুসলিম লীগ কি ভারতের মুসলিমদের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান? কখনই নয়। অন্যদিকে মুসলিম লীগের বক্তব্য : কংগ্রেস একটি হিন্দু প্রতিষ্ঠান। কোন পক্ষই নিজ নিজ ধারণার কেন্দ্রবিন্দু থেকে এক চুলও নড়েননি। আজ মনে হয়, যদি নড়তে পারতেন! তাহলে হয়তো—এ দীর্ঘশ্বাস পতনের প্রয়োজন হতো না।

ব্লক কোয়ার্টারে ডাকাতি

ধুলিয়ান : গত ২৯ জুন গভীর রাতে সামসেরগঞ্জ ব্লকের পিয়ন রামদেব মাহাতোর কোয়ার্টারে এক দুঃসাহসিক ডাকাতি হয়। দরজা ভেঙ্গে দুষ্কৃতিরা ঘরে ঢুকে নগদ ছ'হাজার টাকা, কানের সোনার রিং এবং বেশ কিছু বাসনপত্র নিয়ে পালায়। এখনও পর্যন্ত কেউ ধরা পড়েনি।

মাধ্যমিকে চারটি ষ্টারসহ ৯৬% পাশ

রঘুনাথগঞ্জ ঃ রঘুনাথগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রমাপতি মণ্ডলের কর্মকালের শেষ বছরে মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল অন্যান্য বছরের ফলাফলকে ছাড়িয়ে গেছে। এই বিদ্যালয় হতে ১১৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৪ জন ষ্টার পেয়েছে। একজন ১ নম্বরের জন্যে ষ্টার পায়নি। প্রথম বিভাগে ২১ জন এবং দ্বিতীয় বিভাগে ৩৫ জন পাশ করেছে। অকৃতকার্য হয়েছে ৪ জন।

ঘটনাকে জটিল করে তুললেন শিক্ষিকারা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

৩০ জুন স্কুলে শিক্ষিকাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ঘটনার বিবরণ জানতে চাইলে শিক্ষিকারা প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ আনেন। প্রতিবেদক তাঁদের বলেন ঘটনা যাই হোক আপনাদের বিরোধে ছাত্রীদের জড়িয়ে নিয়ে তাদের এস ডি ওর কাছে নিয়ে যাওয়া এবং কর্মবিরতি পালন করা অভিভাবকরা ভাল চোখে দেখছেন না। সচেতন অভিভাবকেরা এটা বাড়াবাড়ি বলে মনে করছেন। উত্তরে শিক্ষিকারা বলেন—আমাদের উপর প্রধান শিক্ষিকা ধারাবাহিক-ভাবে যে তুঘলকি আচরণ চালিয়ে আসছেন তা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ায় আমরা এই আন্দোলন করতে বাধ্য হয়েছি। শুধু তাই নয় প্রধান শিক্ষিকা ঘটনার দিন আমাদেরকে অশালীন ভাষায় গালাগালি করেন ও দপ্তরী-দের দিয়ে নিগ্রহ করান। প্রতিবেদক তাঁদের বলেন শোনা যাচ্ছে আপনারাও নাকি প্রধান শিক্ষিকাকে অসৌজন্যমূলক কথাবার্তা বলেন। এবং সেদিন আপনাদের এবং প্রধান শিক্ষিকার মধ্যে অশালীন কথাবার্তা উপস্থিত ছাত্রীদের অবাক করে। তার উত্তরে শিক্ষিকারা বলেন—আমরা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মেজাজ ঠিক রাখতে পারিনি তাই ওই রকম ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছি। শিক্ষিকা রঞ্জিতা মণ্ডল প্রধান শিক্ষিকার তুঘলকি আচরণের অজস্র দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে গিয়ে তাঁর মেটারনিটি লিভ মঞ্জুর না করা এবং তাঁকে বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট না দেওয়ার প্রসঙ্গ তোলেন। তিনি বলেন তাঁকে বিনা বেতনে ছুটি নিতে হয় এবং তাঁর বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট পাওনা হওয়া সত্ত্বেও তা দেওয়া হয়নি। প্রধান শিক্ষিকাকে এ সম্বন্ধে জানালে তিনি বলেন চাকরীর মেয়াদ ন' মাস পূর্ণ না হওয়ায় আইনগতভাবে শ্রীমতী মণ্ডলকে তিনি মেটারনিটি লিভ দিতে পারেননি। তবে তাঁকে ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করার সুযোগ দেন। এবং আইনানুগ সময়ের পরই তাঁকে ইনক্রিমেন্ট গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি চান বিনা বেতনের ছুটিকে বিভিন্ন ভাবে লিভ মঞ্জুর করিয়ে ইনক্রিমেন্ট, যা আইনতঃ দেওয়া যায় না। শত অনুরোধেও রঞ্জিতা তাঁর পয়েন্ট থেকে সরতে চাননি। এটা যদি তুঘলকি আচরণ হয় তবে তিনি নিরুপায়। প্রেসিডেন্ট অনুপ চক্রবর্তীর প্রধান শিক্ষিকার অনুমতি না নিয়েই শিক্ষিকাদের কক্ষে উপস্থিতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে শিক্ষিকারা জানান এর পূর্বে প্রধান শিক্ষিকা ও সম্পাদককে আমরা আমাদের সমস্যার কথা জানিয়েও কোন ফল পাইনি, তাই প্রেসিডেন্টের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করি। এ বছর একাদশ শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় ইংরাজীতে একজন মাত্র ছাত্রী পাশ করার কারণ জিজ্ঞাসা করলে শিক্ষিকারা কোন সদুত্তর দিতে পারেন না। তাঁরা শুধু বলেন ইংরাজী ক্লাস প্রধান শিক্ষিকাও নেন, সেহেতু এ প্রশ্নের উত্তর তাঁরও দেওয়া উচিত। প্রধান শিক্ষিকা এর কারণ বলতে গিয়ে বলেন—ছাত্রীরা ঠিকমত ক্লাসে না আসায় এ ঘটনা ঘটেছে। তিনি হাজিরা খাতা খুলে দেখান ছাত্রীদের উপস্থিতির হার গড়ে এক চতুর্থাংশ। যার ফলে পাঠদান সঠিক হচ্ছে না। আমি এ ব্যাপারে ছাত্রীদের সঠিক ক্লাস করার উপর জোর দিয়েছি। শিক্ষিকারা আরোও অভি-যোগ আনেন যে একাডেমিক কাউন্সিল গঠন না করেই স্কুলে ক্ষমতার অধিক ছাত্রী ভর্তি করা হয়েছে এবং তাঁদেরকে বেশী ক্লাস নিতে বাধ্য করা হচ্ছে। প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে শিক্ষিকাদের আরও অভিযোগ সাবজেক্ট টিচারদের সাথে কোন আলোচনা না করেই তিনি পাঠ্য পুস্তক নির্বাচন করেন। ইংরাজী বিষয়ের একজন এম-এ শিক্ষিকা থাকা সত্ত্বেও তাঁকে উচ্চ মাধ্যমিকে ক্লাস নিতে দেওয়া হয় না। এর উত্তরে প্রধান শিক্ষিকা বলেন—বই নির্বাচনের ব্যাপারে আমি ওঁদের সঙ্গে পরামর্শ করি না—একথাও সঠিক নয়। তবে আমি শহরের সব কটি বই এর দোকানের মধ্যে সমতা রক্ষা করে ভাল বই নির্বাচন করি। শিক্ষিকারা তা চান না। তাঁরা দু' একটি দোকানের বই বেশী পছন্দ করেন। উচ্চ মাধ্যমিকে একজন এম-এ (ইংলিশ) কে ক্লাস না দিয়ে আমি ক্লাস নি তার কারণ ঐ শিক্ষিকাকে প্রায় সব ক্লাস করতে হয় বলেই উঁচু শ্রেণীর ইংরাজীর ক্লাসগুলির কয়েকটা আমি চালায়। শিক্ষিকারা অভিযোগ জানান শিক্ষিকা নিয়োগে স্কুল ডেভোলপমেন্টে যে দান গ্রহণ করা হয়েছে সেই দানের প্রচুর টাকা প্রধান শিক্ষিকা নিজের হেফাজতে রেখেছেন। এ সম্বন্ধে প্রধান শিক্ষিকা বলেন টাকা তাঁর হেফাজতে নয়, জি বি সদস্যদের কথামত সম্পাদকের কাছে আছে এবং সদস্যদের কথামত বিল্ডিং এবং স্কুলের নানা উন্নতির জন্য আমার পরিচালনায় কাজ হয়। সম্পাদক সে তথ্য সমর্থন করেন। তিনি বলেন প্রধান শিক্ষিকা ও তিনি জি বিকে একটি সাব কমিটি গঠন করতে বলেন, যাঁরা পরামর্শ দেবেন কি কাজ করা হবে না হবে। সদস্য আশীষ ঘোষালও এ সম্পর্কে বলেন সেই সাব কমিটিতে অভিভাবক প্রতি-নিধি একজন, শিক্ষিকা প্রতিনিধি একজন এবং হেডমিষ্ট্রেস ও সম্পাদক থাকবেন। টাকা থাকবে যৌথভাবে সম্পাদক ও হেডমিষ্ট্রেসের হেফাজতে। আসল কথা ঐ দানের টাকা কোন ফাণ্ডে রাখা যায় না কেন না ওর জন্য কোন রসিদ দেওয়া হয় না। তাই জমা ও খরচের ব্যাপারে অডিটকে সন্তুষ্ট করা কঠিন। তাই সাব কমিটি মারফৎ খরচ করলে সেই অসুবিধা থাকে না। কিন্তু শিক্ষিকা প্রতি-নিধিরা ঐ প্রস্তাব সমর্থন করেন না। এখন তাঁরা সুযোগ পেয়ে এই অভিযোগ তুলছেন বলে আশীষবাবু মনে করেন। যাই হোক শহরের বুদ্ধিজীবী মানুষ ও অভিভাবকেরা সকলেই চান শিক্ষিকা এবং প্রধান শিক্ষিকার মধ্যে যে বিরোধ বা মনোমালিন্য চলছে, তা নিজেদের মধ্যেই মিটিয়ে নিয়ে স্কুলে পড়া-শোনার সুস্থ পরিবেশ ফিরে আসুক এবং একটি পুরোনো স্কুলের সুনাম ও ঐতিহ্য অক্ষুন্ন থাকুক।

কুখ্যাত দুষ্কৃতিকে পিটিয়ে হত্যা

অরঙ্গাবাদ ঃ গত ২৮ জুন সুতী থানার কুখ্যাত দুষ্কৃতি কাশিমনগরের আইনাল সেখকে গ্রাম-বাসীরা পিটিয়ে হত্যা করে বলে খবর। খবর ঐ দিন মাতাল অবস্থায় আইনাল গ্রামের একজনের বাড়ীতে ঢুকে একটি মেয়েকে বিয়ে করব বলে চিৎকার করতে শুরু করলে আশ-পাশের লোকজন এসে আইনালকে পিটাতে শুরু করে। গণপ্রহারে আইনাল মারা যায়। উল্লেখ্য আইনাল কিছুদিন আগে বে-আইনী পিস্তলসহ পুলিশের হাতে রঘুনাথগঞ্জ থানা এলাকায় ধরা পড়ে। তার আগেও ছিনতাই ডাকাতির অভিযোগে বেশ কয়েকবার গ্রেপ্তার হয়।

বিয়েতেও দলীয় রাজনীতির আত্মপ্রকাশ

ধুলিয়ান ঃ সম্প্রতি সামসেরগঞ্জ থানার শুলি-তলার এক বিয়ের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ-নীতির নগ্ন আত্মপ্রকাশে বাড়ীঘর ভাঙচুর ও লুটপাট চলে। খবর ছেলের বাবা সি পি এম ও মেয়ের বাবা কংগ্রেস। এই বিয়েকে কেন্দ্র করেই নাকি রাজনৈতিক কলহ চরমে উঠে। প্রথম দফায় কংগ্রেস সমর্থকদের বাড়ীঘর ভাঙচুর ও লুটপাট করে সি পি এমের লোক-জন। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে দু'পক্ষের চার জনকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ সুপার ঐ ঘটনার মীমাংসার জন্য শুলিতলায় যান ও আলোচনায় বসেন। এবং যাতে সবকিছু শান্তিপূর্ণ মীমাংসা হয় ও আর কোন ঘটনা না ঘটে তারজন্য উভয় পক্ষকেই অনুরোধ করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ২৮ জুন সকাল আটটা নাগাদ একদল কংগ্রেস সমর্থক পালটা আক্রমণ চালিয়ে সি পি এম সমর্থকদের বাড়ী ভাঙ্গে। বাধ্য হয়ে পুলিশ উভয় পক্ষের আরো ন'জনকে গ্রেপ্তার করে।

পুলিশ সুপারের মিটিং-এ দেওয়া প্রতিশ্রুতি মানা হল না

ধুলিয়ান ঃ বিগত সুলিতলার ঘটনার পর ২৭ জুন জেলা পুলিশ সুপার সমসেরগঞ্জ থানায় সর্বদলীয় এক মিটিং করেন। সেখানে উপস্থিত সব দলের নেতারা শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেন। সুলিতলায় একটি পুলিশ ক্যাম্পও বসানো হয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল প্রতিশ্রুতি কেউ রাখলেন না। ২৮ জুন সকাল ৮টা নাগাদ ৭টি বাড়ী ভাঙচুর ও লুটতরাজ হয়। সি পি এম থেকে ৮৪ জন আসামীর নামে কেস করা হয়। ১ জুলাই মহরমের দিন দুপুর ১টা নাগাদ সি পি এম পাল্টা কংগ্রেসীদের বাড়ীঘর ভাঙচুর ও লুটপাট করে। পুলিশ এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেও অবস্থা আয়ত্বে আনতে পারেনি। এ যাবৎ প্রায় ২০টি বাড়ী লুটপাট হয়েছে। কংগ্রেস নেতা নজেদ আলী বলেন সি পি এমই এইসব লুটপাট করছে। পাল্টা সি পি এম নেতা আজাদ আলীর অভিযোগ কংগ্রেসের সমাজবিরোধীরাই এসব করছে। পুলিশ প্রশাসন গ্রাম্য মোড়লদের বলেন এ ব্যাপারে প্রচেষ্টা নিতে। স্থানীয় ২২ সর্দারের প্রতিনিধি মহম্মদ রুস্তম সেখের কাছে পুলিশ অবিলম্বে শান্তি ফিরিয়ে আনতে তাঁর সক্রিয় হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেছেন।

রেল ষ্টেশনের বিশ্রাম কক্ষে শ্লীলতাহানি

ফরাক্কা ঃ গত ২১ জুন ফরাক্কা রেল ষ্টেশনের দুজন রেলকর্মী বিশ্রাম কক্ষে রাত্রিবাসকালীন জনৈকা স্ত্রীলোকের শ্লীলতাহানি করেন বলে জানা যায়। খবর, রাতে দিল্লীগামী ট্রেন ফেল করে স্বামী-স্ত্রী দুজনে বিশ্রাম কক্ষে রাত্রি যাপন করছিলেন, তখন দুজন রেলকর্মী স্বামীকে নিগৃহীত করে স্ত্রীর শ্লীলতাহানি করে। উপস্থিত রিক্সা প্যাডলারদের তৎপরতায় দুজন রেলকর্মী ধৃত হয়। শেষ পর্যন্ত রেল কর্তৃপক্ষ দুজন কর্মীকেই বদলীর সিদ্ধান্ত নিলে ঘটনাটি আপসে মিটে যায়।

রেশনে চিনি কেরোসিন অমিল

সাগরদীঘি ঃ এই থানার গ্রামাঞ্চলের মানুষ জুন মাসের শেষ সপ্তাহে এবং জুলাই এর প্রথম সপ্তাহে রেশনে চিনি পাননি। এছাড়া এই বর্ষার দুর্যোগে কেরোসিন পেয়েছেন মাথাপিছু ১৯০ গ্রাম। বর্ষার প্রারম্ভে যেখানে রাতের অন্ধকারে কীট-পতঙ্গের ভয় সেইখানে কেরোসিনের এই অব্যবস্থা। চাষের সময় চাষীদের চা খাওয়ার জন্য চিনিরও প্রয়োজন হয় বেশী। গরীব চাষীরা খোলা বাজারে ১২ টাকা দরে চিনি কিনতে অক্ষম। সরকারের এই অব্যবস্থার জন্য রেশন গ্রহীতারা জঙ্গিপুর মহকুমা ও জেলা প্রশাসনের কাছে গণদরখাস্ত পাঠিয়েছেন।

"ব্যাঙ্কিং বা নন-ব্যাঙ্কিং কোনটাই নয়"

★ ভাবছেন কি? টি ভি, ভিসিপি খারাপ?
কন্‌ট্রাক্ট করুন।
★ টাকার দরকার? ★ সোনার গহনা
★ আসবাবপত্র
★ যাতায়াতের সুবিধার্থে
সাইকেল / মোটর সাইকেল
★ টি ভি—ভি. সি, পি,
নাকি
ঠাণ্ডার জন্য ফ্রিজ
★ সব সমস্যার সমাধানে ★

কপোতাক্ষ ফাইন্যান্স
গভঃ রেজিঃ নং ২১-৫৬০৮৩
ঃ হেড অফিস ঃ
রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা (মুর্শিদাবাদ)

কালচারাল ইউনিটের সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

ফরাক্কা ঃ গত ২৩ জুন ব্যারেজ রিক্রিয়েশন হলে জুনিঃ ইঞ্জিনীয়ার্স কালচারাল ইউনিট তাঁদের বার্ষিক সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা উদযাপন করেন। সেদিন শিশুনাটক 'নাক উঁচু' দক্ষিণারঞ্জনের কাহিনী 'বুদ্ধু ভুতুম' নাটক দুটি যথাক্রমে উত্তম সরকার ও উর্ম্মী রায়ের পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয়। ২৪ জুন পার্থগোপাল মুখার্জী পরিচালিত সম্মিলিত আবৃত্তি, সুব্রত প্রামাণিকের পরিচালনায় আধুনিক নাটক 'প্রণামী থানায় দিবেন' মঞ্চস্থ করা হয়।

অচল হয়ে পড়বে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তাঁর দায়িত্বে ডি এম অফিস থেকে সিনিয়র ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট দীলিপ কুমার অগস্তিকে পাঠানো হয়েছে আর প্রবেশনে ডি এম অফিস থেকে এসেছেন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট দেবল ঘোষ। কিন্তু অফিসিয়েটিং চার্জে থাকায় বড় ঝুঁকি নেওয়া তাঁদের পক্ষে অসম্ভব। এই পরিপ্রেক্ষিতে এফিডেবিটের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের বিডিও মৃণাল সেনগুপ্তকে। এদিকে ট্রেজারী অফিসার দীপক চ্যাটার্জীও জুলাই মাসে অবসর নিচ্ছেন। যদি পদগুলিতে পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে কেউ না আসেন তবে অচলাবস্থা ঘোচাবে কে? এই ধরনের পরিস্থিতি জঙ্গিপুর মহকুমা অফিসে এই প্রথম বলে জানা যায়। মহকুমা অফিসের আর এক খবরে জানা যায় এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ বিল্ডিং নির্মাণ হবে কিনা তার কোন খবর নেই তবে ট্রেজারী বিল্ডিং নির্মাণের জন্য ১১ লক্ষ টাকা মঞ্জুর হয়েছে। আগামী পুজোর আগেই কাজ শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সাগরদীঘিতে মমতা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, জীবনানন্দের বাংলা বানাতে। জনগণের সাহায্যে আমরা এক কোটি লোকের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে রাষ্ট্রপতির কাছে দাবী জানাবো এই খুনী সরকারকে হটিয়ে দিতে। জ্যোতিবাবুরা কলকাতায় দাঙ্গা বাধিয়ে ট্যাংরায় অনেক মানুষ মেরেছেন, সাতগাছিয়ায় কংগ্রেস বেশী ভোট পাওয়ায় জ্যোতিবাবুর কমরেডরা ভোটদাতাদের মুখে জ্যান্ত কই মাছ ভরে মুখ বেঁধে দিয়ে হত্যার সন্ত্রাস চালিয়েছেন। মালদার সুজাপুরে বাচ্চা ছেলেরাও হত্যার হাত থেকে রক্ষা পায়নি। মুর্শিদাবাদের গ্রামে-গঞ্জে হত্যা, নারীধর্ষণ, ঘরবাড়ী ভাঙ্গচুর, লুটপাট সমানে চলছে। যতই বক্রেশ্বর বা হলদিয়া হোক এদের রাজত্বে ক্যাডারবাহিনী ছাড়া কারও চাকরী হবে না। নিম্নশ্রেণী প্রাইমারীতে ইংরেজী শিক্ষা তুলে দেওয়া হল, অথচ তাঁদের ছেলেমেয়ে পড়ছে ইংলিশ মিডিয়ামের কনভেন্টে। সভাশেষে তিনি পঞ্চায়েত সদস্যদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন এবং তিনজন সিপিএম পঞ্চায়েত সদস্যের কংগ্রেসে যোগদান অনুমোদন ঘোষণা করেন।

কোঃ অপাঃ ষ্টোর্সের উদ্বোধন

ফরাক্কা ঃ গত ১ জুলাই ফরাক্কা ব্লকের জনসাধারণের সেবায় দাদনটোলা কনজিউমার্স কোঃ অপাঃ ষ্টোর্স লিঃ এর উদ্বোধন হল। এই ষ্টোর্সে ঔষধ,বস্ত্র, মুদিখানা দ্রব্যাদি ছাড়াও বেবিফুড ও মনোহারী দ্রব্য পাওয়া যাবে।

বোমা ফেটে একজনের মৃত্যু

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আঘাতে সিকু সেখ (২০) নামে এক যুবক ঘটনাস্থলেই মারা যান। বহু পথচারী আহত হন। শান্তুকে মালদা হাসপাতালে পাঠানো হয়। পুলিশ এই ঘটনায় আট জনকে গ্রেপ্তার করে। শহরবাসীরা জানান—কাঞ্চনতলায়, কামাতের রাস্তায়, মসজিদের পাশে বোমা নিয়ে দু'দলের মধ্যে কয়েক ঘণ্টা লড়াই চলে। ভারতীয় জনতা পার্টির নেতা ষষ্ঠীচরণ ঘোষ এক বিবৃতে বলেন, আট ইঞ্চি চাকু নিয়ে চলাফেরা যেখানে আইনতঃ অপরাধ, সেখানে ৫/৬ ফুট লম্বা তলোয়ার নিয়ে মিছিল করার অনুমতি কেন দেওয়া হয়? এ অবস্থা চলতে দিলে দিনে দিনে আরও অশান্তি বৃদ্ধি পাবে বলে তিনি মনে করেন।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।